Islami Ain O Bichar
Vol. 14, Issue 53
January-March 2018

সরকারি পদ ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার : কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে একটি পর্যালোচনা

Responsible Use of Public Post and Property: An Analysis from Quran and Sunnatic Standpoints

Muhammad Rezaul Hossain*
Nazid Salman**

ABSTRACT

For any country to accordingly develop, responsible use of its public post and property plays a pivotally key role. Public officers and servants are assigned to govern the country through that post and property. Hence they must have the attributes of transparency and sense of responsibility. The Last and Final Messenger Muhammad has taught how to use the public post and property accordingly. This paper in engaging analytical method, aims to present prophetic teachings with regard to public post and property, and as such, the article along with defining public post, tries to discuss how the public post and property had been distributed and discharged during the Prophetic Regime. The study proves that each public servant of Prophetic Administration was deeply enriched with Allah-fear sense, and with such understanding public posts had been given to them (companions) who had no desire for it. The study further reveals that Islam makes officers think these posts never to be of their own property and as such it cannot be used for personal purpose. It also teaches them to always prioritize the public welfare and wealth over themselves. By exploring the prophetic conditions and teachings concerned with public post and property, this study attempts to recommend that in authorizing any individual with such post, divinely based some core valued characteristics, criteria and fundamental principles have to be strictly maintained, and only then national advancement would be truly achieved.

Keywords: public post; sunnah; public property; accountability.

* Muhammad Rezaul Hossain is an Assistant Professor of Islamic Studies at Jagannath University, Dhaka; email: rsenterprise7441@gmail.com
** Nazid Salman is a Muhaddith at Markazul Quran, Ashrafabad, Dhaka, email: shobujbangla091@gmail.com

সারসংক্ষেপ

সরকারি পদ ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার একটি রাষ্ট্রের উন্নয়নের অন্যতম প্রধান উপাদান। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ওপর রাষ্ট্র পরিচালনার ভার থাকে বিধায় তাদের মধ্যে স্বচ্ছতা, দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরকারি পদ ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার শিক্ষা দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁর নির্দেশিত শিক্ষা বর্ণনার উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধে সরকারি পদ বা মানসিব এর পরিচয়, এ সম্পর্কে ইসলামের দর্শন, তাঁর যুগে সরকারি পদ ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ, সরকারি পদ ও সম্পদের দায়িত্ব অর্পণ করার শর্তাবলি, পদের অধিকারী ও সম্পদের দায়িত্বশীলদের বৈশিষ্ট্য, সরকারি পদ ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মৌলিক নীতি ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। বর্ণনা ও পর্যালোচনা পদ্ধতিতে রচিত এ প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষার আলোকে প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আল্লাহর আদালতে জবাবদিহিতা করতে হবে। এ অনুভূতি জাগ্রত করেই তিনি ঐসব সাহাবীর মধ্যে সরকারি পদ বণ্টন করেন, যাদের উক্ত পদ গ্রহণের প্রতি কোন আকাঙ্ক্ষা ছিলো না। ইসলামের আলোকে কাউকে সরকারি পদে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে তার মধ্যে অবশ্যই নির্ধারিত গুণাবলি থাকতে হবে এবং তাদেরকে অবশ্যই নির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হতে হবে। ইসলাম এ শিক্ষাও দিয়েছে যে, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সবসময় রাষ্ট্রের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদকে নিজ মালিকানাধীন সম্পদের ন্যায় মনে করা ও নিজ প্রয়োজনে ব্যবহারের কোন সুযোগ নেই।

মূলশব্দ: সরকারি পদ, সুন্নাহ, রাষ্ট্রীয় সম্পদ, জবাবদিহিতা।

ভূমিকা

মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেন:

> لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا.
>
> নিশ্চয় তোমাদের জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে, এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং আল্লাহকে বেশি পরিমাণে স্মরণ করে (Al-Qurān, 33:21)।

মুফাস্‌সিরগণের মতে, এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে পঞ্চম হিজরীতে আহযাব যুদ্ধের সময়। এর তাফসীরে হাফিয ইবনে কাছীর বলেন, আয়াতটি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তম আদর্শ অনুসরণের মৌলিক নীতি। তাঁর কথা ও কাজ সকল মানুষের জন্য উত্তম নমুনা। এ কারণেই মহান আল্লাহ আহযাব যুদ্ধ কালীন সময়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ধৈর্য্য ও অবিচলতা প্রদর্শন, জিহাদের প্রস্তুতি, কষ্ট স্বীকার এবং আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য ও বিজয় প্রার্থনা ইত্যাদি বিষয়কে আমাদের জন্যে উত্তম আদর্শরূপে সাব্যস্ত করেছেন (Ibn Kathīr ND, 3/457)।

মোটকথা, এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা ও জীবনচরিতকে সকল মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

জীবনের প্রতিটি শাখায় সীরাতে নববীর মৌলিক নির্দেশনা বর্তমান রয়েছে। যা সকল যুগের দাবি ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে সর্ব যুগে ও সকল সমাজে এর প্রয়োগ সম্ভব। মানব সমাজের উত্থান-পতন, পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মধ্যেও সীরাতে নববী মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ প্রতাপ ও প্রভাবের সাথে মানবতাকে তার আলোকময় নির্দেশনা পৌঁছে দিচ্ছে।

এ প্রবন্ধে আমরা সরকারি পদ ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের বণ্টন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের জন্য একান্ত অনুসরণীয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুপম শিক্ষা ও নির্দেশনাসমূহ আলোচনার প্রয়াস পাবো।

সরকারি পদমর্যাদা বা মানসিব

সরকারি পদমর্যাদার আরবি প্রতিশব্দ মানসিব (منصب), এর বহুবচন মানাসিব (مناصب)। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটির অর্থ- পদ, পদমর্যাদা, অবস্থান, দায়িত্ব ও স্তর ইত্যাদি (Fazlur Rahman 2015,1022)। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Designation, উইকিপিডিয়া অনুসারে শব্দটি নিম্নোক্ত তিনটি বিশেষ অর্থ প্রদান করে:

1. Professional certification;
2. Designation (landmarks), an official classification determined by a government agency or historical society;

3. Designation Scheme, a system for recognising library and museum collections in England (Wikipedia 2017).

অত্র প্রবন্ধে মানসিব ও Designation দ্বারা সরকারি পদ ও দায়িত্ব উদ্দেশ্য।

মানাসিব সম্পর্কে ইসলামের ধারণা

রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন দায়িত্ব, পদ ও চাকুরি সম্মান ও মর্যাদার উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব লাভ নাগরিকের অন্যতম অধিকার হিসেবেও গণ্য করা হয়। এ কারণে পদ অর্জনে লবিং, সুপারিশ, ঘুষ ও গিফট প্রদান ইত্যাদি বিষয়কে বৈধ মনে করা হয়। কিন্তু ইসলামে পদের চাহিদা প্রকাশ করাকে নেতিবাচক হিসেবে দেখা হয়েছে। আব্দুর রহমান ইবন সামুরা বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন:

> يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.
>
> হে আবদুর রহমান, দায়িত্ব চেয়ো না। কেননা যদি তোমাকে তোমার চাওয়ার কারণে দায়িত্ব দেয়া হয়, তাহলে তোমাকে নিসঃঙ্গ ছেড়ে দেয়া হবে (দায়িত্ব পালনে তুমি আল্লাহর সাহায্য হতে বঞ্চিত হবে।) পক্ষান্তরে যদি তা না চাইতেই তোমাকে দেয়া হয় তাহলে তুমি সে বিষয়ে (আল্লাহর পক্ষ হতে) সাহায্যপ্রাপ্ত হবে (Muslim 2006, 884, 1652)।

আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, দু'ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে দায়িত্ব চাইলে তিনি তাদেরকে বললেন:

> إِنَّا وَاللهِ لَا نُوَلِّيْ عَلَى هٰذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَ لَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ .
>
> আল্লাহর কসম, আমরা এমন কাউকে কর্মকর্তা নিযুক্ত করব না, যে দায়িত্ব চায় এবং এমন ব্যক্তিকেও নয়, যে দায়িত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা করে (Muslim 2006, 885, 1733)।

এ কারণেই অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম ও সালাফ রাষ্ট্রীয় দায়িত্বকে এড়িয়ে চলতেন। ইসলাম কোন পদ চেয়ে নেয়াকে নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি কেউ কোন পদ বা দায়িত্ব পেলে তা যথাযথভাবে পালনের নির্দেশ দিয়েছে। দায়িত্ব ও পদের ব্যাপারে ইসলাম যে দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছে তা নিম্নরূপ:

সরকারি পদ ও জাতীয় সম্পদ আল্লাহ প্রদত্ত আমানত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা অনুসারে পদ ও সম্পদ আল্লাহ প্রদত্ত আমানত। এই বিষয়ে মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী রহ. বলেন, "শুধু এমন নয় যে, ইসলাম এ দায়িত্ব ও পদকে সাধারণ আমানত হিসেবে বিবেচনা করেছে; বরং ইসলাম এগুলোকে আল্লাহ প্রদত্ত আমানত হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। সাধারণত আধুনিক শাসনব্যবস্থায় এগুলোকে

মৌলিকভাবে আমানত জ্ঞান করাই হয় না। যদি কোথাও বিবেচনা করা হয়ও, তবে তা জাতীয় আমানত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ কারণে যেখানে জাতীয় মর্যাদা ও গৌরবের বিষয়ে জোর দেয়া হয় অথবা জাতীয়ভাবে জবাবদিহিতার মুখোমুখি হওয়ার ভয় থাকে, সেখানে বাহ্যিকভাবে একটা পর্যায় পর্যন্ত আমানতদারি বহাল থাকে। কিন্তু যেখানে এই মানসিকতা সজাগ নেই অথবা জবাবদিহিতার ঝামেলা নেই, সেখানে সব ধরনের খেয়ানতের জন্যে সর্ব অঙ্গ উন্মুক্ত থাকে এবং অন্তঃকরণ হয়ে পড়ে পুরোপুরি অনুভূতিশূন্য। বিপরীতে ইসলাম এটাকে আল্লাহ প্রদত্ত আমানত সাব্যস্ত করে এর তদারকি করার জন্যে দু ধরনের দৃষ্টিকে নিযুক্ত করেছে। জাতির দৃষ্টি থেকে হয়ত নিজেকে আড়াল করা যায়, কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টি থেকে তো কোনো গোপন খেয়ানতও এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই" (Islāḥī 2002, 27)।

সরকারি পদ ও জাতীয় সম্পদ আল্লাহ প্রদত্ত আমানত হওয়ার ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। আবু যার গিফারী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আবেদন করলাম, আমাকে রাষ্ট্রীয় কোনো দায়িত্বে নিযুক্ত করুন। তিনি আমার কাঁধে তাঁর পবিত্র হাত রেখে বললেন:

> يَا أَبَا ذَرّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةُ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا.
>
> হে আবু যার! তুমি (এ ব্যাপারে) দুর্বল। কেননা এটা আমানত এবং কেয়ামতের দিন তা অপমান ও অনুতাপের কারণ হবে। তবে যে তা ন্যায়ের সাথে গ্রহণ করবে এবং তার হক আদায় করবে তার বিষয়টি ভিন্ন (Muslim 2006, 885, 1825)।

পদাসীন ও দায়িত্বপ্রাপ্তগণ রাখাল স্বরূপ

হাদীসে সরকারি পদ ও দায়িত্বের অধিকারীদের জন্যে 'রায়িন' (راع) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অভিধানে এর অর্থ হলো, তদারককারী, তত্ত্বাবধায়ক, রাখাল, রক্ষক (Fazlur Raḥmān 2015, 494)।

সরকারি দায়িত্ব ও পদের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণও দায়িত্বের বিচারে রক্ষক ও রাখাল। তদারককারী বা রাখালের দায়িত্ব হলো রক্ষা করা এবং মালিকের নির্দেশনা অনুসারে চলা। ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

> أَلا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.
>
> শুনো, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্বাধীন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে (Muslim 2006, 886, 1829)।

এজন্যেই নববী নির্দেশনার আলোকে সে সময় পর্যন্ত কেউ নিজ কর্তব্য পালনে সফল হবে না, যতক্ষণ না সংরক্ষক ও দায়িত্বশীলের ভূমিকায় সে পদ ও সম্পদের ব্যবহার না করে।

পদ ও সম্পদের দায়িত্বের জবাবদিহিতা

ইসলাম পদ ও সম্পদ সংক্রান্ত যে ধারণা পেশ করেছে তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, জবাবদিহিতা। রাষ্ট্রপ্রধানের অন্যতম কর্তব্য হলো, নিজ দায়িত্বাধীনদের তদারকি করে তাদের ত্রুটি ও মন্দকর্মের জন্যে কৈফিয়ত তলব করা। অবশ্য ইসলামের প্রকৃত দাবি হলো, ব্যক্তি নিজ অবস্থা ও কর্ম সম্পর্কে নিজেই পরিপূর্ণ হিসাব করবে। এর মাধ্যমে সে মূলত মহান প্রভুর দরবারে উপস্থিত হয়ে হিসাব দেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আল্লাহ বলেন:

> أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَ هُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِيْنَ.
>
> সাবধান! যাবতীয় কর্তৃত্ব কেবল তাঁরই, আর তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী (Al-Qurān, 6:62)|

অতএব সরকারি দায়িত্বশীলদেরকে অবশ্যই এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তাদেরকে আল্লাহর দরবারে হিসাবের মুখোমুখি হতে হবে। সাথে সাথে রাষ্ট্রপ্রধান এমনকি সাধারণ জনগণও এ ব্যাপারে জবাবদিহিতা গ্রহণ করতে পারে। তবে এর অর্থ যথেচ্ছা আচরণ করার অধিকার প্রদান নয়। আবু ফিরাস হারিছী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বর্ণনা করেন, একবার উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) নিজ বক্তব্যে বলেন:

> إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ عُمَّالِي لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ، وَلَا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ، فَمَنْ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ أُقِصُّهُ مِنْهُ، قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ أَتُقِصُّهُ مِنْهُ؟ قَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أُقِصُّهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَصَّ مِنْ نَفْسِهِ.
>
> আমি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এ জন্য নিযুক্ত করিনি যে, তারা বিনা কারণে তোমাদেরকে প্রহার করবে ও অন্যায়ভাবে তোমাদের সম্পদ নিয়ে যাবে। যার প্রতি এই জুলুম করা হবে, সে যেন এর সংবাদ নিয়ে আমার কাছে আসে, যাতে আমি ঐ পদাধিকারী বা বিচারক থেকে বদলা নেয়ার ব্যবস্থা করতে পারি। আমর বিন আস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন, যদি কোনো কর্মকর্তা নিজের কতৃত্বাধীন কোনো ব্যক্তিকে শিক্ষামূলক শাস্তি প্রদান করে, তাহলেও কি আপনি তার কাছ থেকে বদলা নেয়ার ব্যবস্থা করবেন? তখন উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! আমি অবশ্যই বদলা নেয়ার ব্যবস্থা করব। এর কারণ হলো আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে নিজের কাছ থেকে বদলা নিতে দেখেছি (Abū dāud 1420, 497, 4537)।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে বিচার ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিলো না। উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) এ দুই বিভাগকে সম্পূর্ণ পৃথক করেন। যার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী সুচারুরূপে নিজ দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার ব্যাপারে আদালতের সামনে জবাব দিতে বাধ্য হন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে সরকারি পদ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে সব বিষয় ও সমস্যার সমাধানে তিনি ছিলেন মূল কেন্দ্র। তিনি মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের যে রূপরেখা পেশ করেন, তাতে বর্তমানের মত নিয়মতান্ত্রিক অফিস, দারোয়ান ও রাষ্ট্রীয় আইন ছিলো না। বরং তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিমালা প্রদান করেন। তিনি শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক, শাসক ও জনগণের অধিকার, মুসলিম ও অমুসলিমদের অধিকার নির্ধারণ করেন। যদিও বাহ্যত মদীনা রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা ছিলো অতি সাধারণ, তথাপি গভীরভাবে মনোযোগ দিলে বুঝা যায়, এ রাষ্ট্রের মৌলিক তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা ছিলো: ১. নির্বাহী ২. আইন প্রণয়ন ৩. বিচার বিভাগ।

এই তিনটি শাখা মদীনা রাষ্ট্রে কার্যকরভাবে সক্রিয় ছিলো; যদিও তার কাঠামো বর্তমান সময়ের মত ছিলো না। যেহেতু তখন সব সিদ্ধান্তের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাই নির্বাহী পরিষদের স্বরূপ তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেলাফত ব্যবস্থার আকারে বিদ্যমান ছিলো। খলীফার এ সম্মানিত পদ আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে দান করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি পরিচালনার জন্যে তিনি একেক জনকে একেক পদ দিয়েছিলেন। নির্বাহী পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো ছিলো, গভর্নর, সেনাপতি, কাতিববৃন্দ ও সেক্রেটারি। 'সারায়া' (যুদ্ধ) পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ৭৪জন ব্যক্তি। যেমন তিনি হামযা বিন আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে সীফুল বাহর (সমুদ্র উপকূলের) যুদ্ধে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন (Ibn Sa'd 1957, 2/6)। মুআয বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে ইয়ামানের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন (Ibn Sa'd ND, 1/364-365)।

নির্বাহী পরিষদের দায়িত্বের মধ্যে আরো ছিলো অঞ্চলভিত্তিক শাসক ও রাষ্ট্রদূত। যেমন ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ-তে এই শিরোনামে অধ্যায় রচনা করেছেন :

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَثُ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَالرُّسُلِ وَاحِدًا بَعْدَ أَحَدٍ .

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একের পর এক শাসক ও দূত পাঠাতেন। (Al-Bukhārī 2002, 1794)

নির্বাহী বিভাগের অধীনে সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক বিভাগ হলো বায়তুল মাল। বায়তুল মালে যাকাত সংগ্রহকারী, উৎপন্ন ফসলের যাকাতের পরিমাণ নির্ণায়ক ও কর্মকর্তা ইত্যাদি পদ ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিকে যেমন দ্বীনের প্রতি আহ্বানকারী ছিলেন, আবার রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন। তিনি ইসলামের দাওয়াত ও ব্যবস্থাপনাগত বিষয় পরিচালনার জন্যে চিঠি ও দোভাষী পাঠাতেন। ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ بِكِتَابِهِ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى، أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিহ্‌য়া কালবী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে চিঠিসহ বুসরার শাসকের কাছে পাঠিয়েছেন যেন তিনি তা রোমের সম্রাট কায়সারের কাছে পৌঁছান (Al-Bukhārī 2002, 1794, 7263)।

এছাড়াও নির্বাহী পরিষদে আরও কিছু পদ ছিলো। যেমন যুদ্ধলব্ধ ও প্রোথিত সম্পদে রাষ্ট্রের প্রাপ্য একপঞ্চমাংশ সম্পদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, টহল বাহিনী, অস্ত্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত, স্থানীয় ব্যবস্থাপক, শিক্ষক, মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিন এবং হজ্জের দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তা (Nuqūsh, 12/8-53)।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আইনপ্রণয়ন বিভাগও কার্যকর ছিলো। সে সময়ে অধিকাংশ বিষয়ের সমাধান অহীর মাধ্যমে হত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিসে শুরা আহ্বান করে পরামর্শ করার মাধ্যমেও ফয়সালা দিতেন। যেমন বদর যুদ্ধে বন্দীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করেন (Muslim 2006, 844, 1763)।

উক্ত পরামর্শ সভার কিছু সাহাবী উপদেষ্টা এবং মন্ত্রীর পদে উত্তীর্ণ ছিলেন। আইন প্রণয়ন বিভাগের অধীন দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে সেক্রেটারী বা কাতিবের পদ। নুকূশ পত্রিকার রাসূল সংখ্যায় কাতিবীনদের সংখ্যা ৪৩জন পর্যন্ত গণনা করা হয়েছে (Nuqūsh, 12/30)।

কাতেববৃন্দ (লেখক) পুরো মানবজাতির জীবন-বিধান পবিত্র কুরআন অবতীর্ণের সাথে সাথেই লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। আর কিছু সাহাবী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চুক্তিনামা ও চিঠিপত্র লেখার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন।

মদীনা রাষ্ট্রের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলো বিচার বিভাগ। সাধারণভাবে এটা প্রসিদ্ধ যে, বিচার বিভাগ উমার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সীরাতে নববী অধ্যয়নকারীগণ খুব ভালোভাবেই অবগত আছেন যে, এই পদও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তবে পার্থক্য এই যে, উমার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বিচারবিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পরিপূর্ণ পৃথক করে স্বতন্ত্র একটি বিভাগে পরিণত করেন; পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এ দুটি মিলে একটি বিভাগ ছিলো। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে ইয়ামানের বিচারক ও শাসক উভয় পদের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন (Al-Bukhārī 2002, 1773, 7172)।

সীরাত থেকে আরও জানা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বিচারক পদে কাউকে নির্বাচন করার শর্ত ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তথাপি এটা স্বীকৃত বিষয় যে, তাঁর মাধ্যমে কোন এলাকায় যিনি নির্বাহী হিসেবে নিয়োগ পেতেন, তিনি একাধারে নির্বাহী কর্মকর্তা, বিচারক ও গভর্ণর হিসেবে কর্তব্য সমাধা করতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে রাষ্ট্রীয় সম্পদ

প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্য সীমান্ত সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, নির্বাহ এবং রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নিজস্ব অর্থবিভাগ থাকা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে সম্পদের একত্রকরণ, সংরক্ষণ, বণ্টন ও এতদসংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্যে বায়তুল মাল নামে পৃথক বিভাগ ছিলো। তাঁর মক্কী জীবনে স্বতন্ত্র ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিলো না। এ

কারণে সে সময় উক্ত বিভাগের উপকরণ ছিলো সীমিত। তবে মাদানী জীবনে মদীনা রাষ্ট্রের জন্যে নিম্নের সরকারি সম্পদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ খাত ছিলো।

১- সাদাকা

মদীনা রাষ্ট্রে সম্পদ আয়ের সবচেয়ে বড় খাত ছিলো যাকাত ও সাদাকা। সাদাকা উসূল করা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। সাদাকার অধীনে স্বর্ণ, রূপা, নগদ অর্থ, ব্যবসার পণ্য, উশর, গবাদিপশুর যাকাত, গুপ্তধন ইত্যাদি সম্পদের যাকাত একত্রিত করা হত। বিভিন্ন কর্মকর্তা সাদাকা উসূল করতেন। যাকাত তো একটি ফরয বিধান। সে সময়কালে ব্যক্তি উদ্যোগে যাকাত পাওয়ার হকদারদের মধ্যে যাকাত বণ্টন করা হত না, বরং সরকারি উদ্যোগে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে যাকাত আদায় করে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় ব্যয় করা হত। এ থেকে প্রমাণিত হয়, সরকারি সম্পদের সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, নির্বাহ করা ও বণ্টন করার কাজও ইসলামী রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

২- জিয্য়া ও খারাজ

আল্লামা শিবলী নোমানী জিয্য়া ও খারাজ সম্পর্কে লিখেছেন, অমুসলিম প্রজাদের কাছ থেকে তাদের নিরাপত্তা প্রদান ও দায়গ্রহণের বিনিময় হিসেবে জিয্য়া গ্রহণ করা হয়। এর কোনো পরিমাণ নির্ধারিত ছিলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সময় প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক সক্ষম ব্যক্তির ওপর বছরে এক দীনার করে জিয্য়া ধার্য করেছিলেন। শিশু ও নারী এর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। 'ইলীয়া' থেকে প্রাপ্ত জিয্য়ার পরিমাণ ছিলো ৩০০ দীনার। সে সময় জিয্য়ার সবচেয়ে বড় পরিমাণ উসূল হত বাহ্‌রাইন থেকে। অমুসলিম কৃষকদের মালিকানা অধিকারের বিপরীতে তাদের সাথে আপোসে সন্ধির ভিত্তিতে উৎপন্ন ফসলের যে পরিমাণ ধার্য হত, তার নাম হলো খারাজ। খায়বার, ফাদাক, ওয়াদিল কুরা, তায়মা ইত্যাদি জায়গা থেকে খারাজ উসূল করা হত (Shiblī Nuʻmānī, 2002, 2/ 2/ 22- 421)। জিযয়া ও খারাজকে 'ফাই' বলেও অভিহিত করা হত, যেহেতু 'ফাই' অর্থ বিনাযুদ্ধে লব্ধ সম্পদ, আর এ সম্পদগুলো তো বিনাযুদ্ধে লব্ধ হচ্ছে (Al-ʻAynī 2000, 7/ 117)।

৩- (রিকায) প্রোথিত সম্পদ ও গনীমতের সম্পদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে সম্পদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিলো প্রোথিত সম্পদ ও গনীমত। আল্লামা কাসানী বলেন, ভূগর্ভ থেকে যত সম্পদ বের হয় এগুলো দু'প্রকার। একপ্রকার হলো যা মানুষ নিজে যমীনে প্রোথিত করে। একে কান্য বলে। দ্বিতীয় প্রকার হলো খনি, যা সৃষ্টিগতভাবে যমীনের অভ্যন্তরে রাখা আছে। রিকায শব্দটি উভয় প্রকার সম্পদ বোঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয় (Al-kāsānī 1986, 2/65)। গনীমত হলো সে সম্পদ, যা যোদ্ধারা শত্রুপক্ষের ওপর কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে অর্জন করে (Al-kāsānī 1986, 2/66)।

সরকারি পদ ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের দায়িত্ব অর্পণের জন্য শর্তাবলি

কুরআন মাজীদে পদ ও সম্পদের দায়িত্ব অর্পণের মৌলিক নীতি বর্ণনা করা হয়েছে:

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا .

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আমানতকে তার উপযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দিতে হুকুম করছেন (Al-Qurān, 4: 58)।

কুরআনে মাজীদের আয়াতের আলোকে পদ ও দায়িত্ব গ্রহণের জন্য বুনিয়াদি শর্ত হলো যোগ্যতা। এই যোগ্যতার বিষয়টি হাদীস শরীফে আলোচিত হয়েছে এই শব্দে:

وَ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنَ الْعُرَفَاءِ .

লোকদের জন্যে বিজ্ঞ প্রতিনিধি আবশ্যক (Abū Dāūd 1420 H, 332, 2934)।

'উরাফা' শব্দটি 'আরীফ' এর বহুবচন। 'আরীফ' শব্দের ব্যাখ্যায় ইবনে মানযূর আফ্রিকী লিখেছেন:

العريف: القَيِّمُ وَالسَّيِّدُ لِمَعْرِفَتِهِ بِسِيَاسَةِ الْقَوْمِ

আরীফ ঐ ব্যক্তি যিনি গণপ্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে অবগতির কারণে প্রতিষ্ঠিত ও বরণীয় (Ibn Manzūr 9/ 238)।

সরকারি পদ ও সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা তখনই সম্ভব হবে, যখন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যোগ্যতা নিশ্চিত হবে। সুন্নাহর আলোকে ঐসব যোগ্যতার বিবরণ নিম্নরূপ:

জ্ঞান ও সংরক্ষণ

যাকে দায়িত্ব প্রদান করা হবে তার মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা পদ সম্পর্কে অবগতি ও পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তবেই সে এ পদ বা সম্পদের দায়িত্ব যথাযথ সংরক্ষণও করতে পারবে। ইউসুফ আ. মিসরের বাদশাহর কাছে ঐ দেশের রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্ব প্রত্যাশা করেন; তিনি বলেছিলেন:

اجْعَلْنِيْ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ .

আমাকে এ দেশের ধনভাণ্ডারসমূহের দায়িত্বে নিযুক্ত করুন। নিশ্চয় আমি সংরক্ষক ও জ্ঞাত (Al-Quran, 12: 55)।

তবে এ আয়াতের ইল্‌ম বা জ্ঞান দ্বারা সকল বিষয়ের ইলম উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো ঐ পদ বা দায়িত্বের ইল্‌ম। 'আস-সিয়াসাতুশ শারঈয়্যাহ' নামক গ্রন্থে ইলম-এর পরিচয় এভাবে প্রদান করা হয়েছে– "ইলম শব্দের মর্ম ও অর্থ অনেক ব্যাপ্ত ও প্রশস্ত, প্রায়োগিক ও তাত্ত্বিক সকল বিষয় এই শব্দের অর্থের আওতাধীন। কিন্তু এখানে ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এ পরিমাণ ইলম, যা সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা কাজের যাবতীয় তত্ত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে" (Ibn Taimiyah, 1/63)।

ইলম বা যোগ্যতা যাচাইয়ের পরিমাপদণ্ডও হলো, ইলম। যে কমিশন বা পরিষদ কোনো ব্যক্তিকে কোনো পদের জন্যে নির্ধারণ করে সে নির্বাচন কমিটির ইলমের বিষয়টি বিবেচনা করাও আবশ্যক।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

> من ولى وليا من المسلمين شيئا من أمور المسلمين وهو يعلم أن في المسلمين من هو خير للمسلمين منه وأعلم بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ فقد خان الله ورسوله وخان جماعة المسلمين.
>
> যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে সম্প্রদায়ের কোন কাজের দায়িত্বে নিযুক্ত করলো এ অবস্থায় যে, সে জানে, মুসলিমদের মধ্যে এ ব্যক্তির চেয়ে অধিক ভালো কেউ আছে, যে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ সম্পর্কে আরো বেশি জানে, তাহলে এই নির্বাচক ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে খেয়ানত করলো (Ali Al-Muttaqī 1981, 16/ 89, 44035)।

উপরিউক্ত হাদীস থেকে দুটি বিষয় জানা গেলো, প্রথমত সরকারি পদ ও সম্পদের দায়িত্বের জন্যে ইলম থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয়ত যে ব্যক্তিবর্গ বা পরিষদের কাউকে নিয়োগের ক্ষমতা অর্পণ করা হয় তাদের জন্যে অবশ্য কর্তব্য হলো, তারা যোগ্যতাকে মানদণ্ড বানাবে। এ কারণে সার্ভিস কমিশনের জন্যে আবশ্যক হলো, ঘুষ, স্বজনপ্রীতি এবং সুপারিশ থেকে ঊর্ধ্বে উঠে ইলমসম্পন্ন ও পদের জন্যে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্ধারণ করা।

মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতা

সরকারি পদ ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ সোপর্দ করার জন্যে জ্ঞানগত যোগ্যতার পাশাপাশি মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতাও পূর্ণমাত্রায় থাকা জরুরি। মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আকেল (পরিণত জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী), প্রাপ্তবয়স্ক এবং তীক্ষ্ম মেধার অধিকারী হওয়া। কেননা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে মানুষের বোধ অসম্পূর্ণ থাকে। আকল বা মানসিক যোগ্যতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অনুভূতিসম্পন্ন হওয়া, পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগতি, পর্যালোচনা শক্তি, দুর্যোগপূর্ণ সময়ের মোকাবেলা করার যোগ্যতাও পদের অধিকারী হবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে কুরআনে এসেছে:

> إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَ زَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ .
>
> আল্লাহ তোমাদের জন্য তাকে (তালূত) মনোনীত করেছেন আর তাকে জ্ঞানে ও দেহে প্রাচুর্যতা দান করেছেন (Al-Qurān, 2:247)।

শারীরিক যোগ্যতার মধ্যে রয়েছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঠিকভাবে কর্মক্ষম হওয়া, দৃষ্টিশক্তি অর্থাৎ দেখার যোগ্যতা থাকা, পঙ্গু না হওয়া এবং সুস্থ হওয়া। যাতে দায়িত্বশীল ব্যক্তি নিজ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার জটিলতার মুখোমুখি না হন।

বিশ্বস্ত হওয়া

ইসলামী শিক্ষার আলোকে সরকারি যোগ্য কর্মীর জন্যে বিশ্বস্ত হওয়া আবশ্যক। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, শুআইব আ. এর মেয়ে যখন তাঁর পিতার কাছে মূসা আ.কে মজদুর হিসেবে রাখার আবদার করেন, তখন কারণ হিসেবে তিনি বলেছিলেন, তাঁর (মূসা আ.) মাঝে মৌলিক দুই বৈশিষ্ট্য- শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত হওয়ার গুণ রয়েছে। আল্লাহ বলেন:

> قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.
>
> সে দুই মেয়ের একজন তার পিতাকে বললেন, আব্বাজান! তাকে আপনি মজুর হিসেবে রেখে দিন, কারণ আপনার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী, আমানতদার (Al-Qurān, 28:26)।

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট হলো, কারো কাছে কোনো পদ বা দায়িত্ব অর্পণ করতে হলে তার যোগ্যতার দিকে খেয়াল করা জরুরি। যোগ্যতার জন্যে শর্ত হলো, প্রথমত দেখতে হবে, সে শক্তিশালী কি না। অর্থাৎ তার বোধ ও দৈহিক অবস্থা এতটা মজবুত কি না যে, সে নিজ কর্তব্য পালন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও দাপ্তরিক কার্যক্রমকে বিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বিন্যস্তভাবে পরিচালনার দক্ষতা রাখে। দ্বিতীয়ত হলো, বিশ্বস্ত হওয়া। কুরআন মাজীদ অন্যত্র দায়িত্বের জন্যে বিশ্বস্ত হওয়াকে যোগ্যতার অংশ সাব্যস্ত করেছে। সূরা নিসায় বর্ণিত রয়েছে, আমানতকে তার যোগ্য ব্যক্তির কাছে সোপর্দ করো (Al-Qurān, 4:58)। এখানে আমানত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শাসনসংক্রান্ত দায়িত্ব তথা পদমর্যাদা।

এক হাদীছে রাসূলল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ। মজলিস আমানতদারীর সাথে হওয়া উচিত (Aḥmad ND, 14693)। উদ্দেশ্য হলো, মজলিসে যে কথা আলোচনা হয় সেটা মজলিসের আমানত। ঠিক এভাবেই সরকারি বিষয়ে যে কোনো গোপন কথা, তথ্য বা আইন রয়েছে সেগুলো সব রাষ্ট্রীয় পদের আমানত। আর যে আমানতের খেয়ানত করে তাকে হাদীছে মুনাফিক বলা হয়েছে (Al-Būkhārī 2002, 18, 33)। এ কারণে খেয়ানতকারী ব্যক্তি দায়িত্বের যোগ্য হতে পারে না।

সরকারি পদ ও সম্পদে কোটা প্রথা

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও সম্পদ হলো, আমানত। এই আমানত সোপর্দ করার মূলনীতি ইসলামী শরীয়া স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে। ইসলামী শিক্ষামতে পদ সোপর্দ করার মানদণ্ড হলো যোগ্যতা। যার মাঝে যোগ্যতা রয়েছে সে ব্যক্তিই ঐ কাজের জন্যে উপযুক্ত। এজন্যে বিভিন্ন বিভাগে কর্মী নিয়োগ করার সময় অঞ্চলভিত্তিক, সংখ্যালঘু হিসেবে, নারী অথবা মৃত চাকুরীজীবীর সন্তানদের জন্যে যে কোটাপ্রথা রয়েছে, তা সুন্নাহর আলোকে তখনই বৈধ হবে, যখন এই গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্যে

উপযুক্ত যোগ্যতা তাদের মাঝে থাকবে। যোগ্যতাশূন্য অবস্থায় কোটাপ্রথার ব্যবহার জায়েয নেই। হাদীছ শরীফে রয়েছে:

إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

> যখন কাজের দায়িত্ব অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে সোপর্দ করা হয় তখন কেয়ামতের অপেক্ষা করো (Al-Būkhārī 2002, 26, 59)।

সরকারি পদস্থ কর্মকর্তা ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের দায়িত্বশীলদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

নিম্নে আলোচিত বৈশিষ্ট্যসমূহ সমাজের প্রতিটি মানুষের মধ্যে বিদমান থাকা জরুরি। উপরন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের কর্মকর্তা, দায়িত্বপ্রাপ্তগণ, অফিসার ও কর্মচারীবৃন্দের জন্য বিশেষভাবে জরুরি।

তাকওয়া

তাকওয়া অর্থ খোদাভীতি ও পরহেযগারী। তাকওয়ার অপরিহার্য দাবি হলো, দায়িত্ববোধ। অর্থাৎ প্রত্যেক কর্তা ও দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপূর্ণ আঞ্জাম দেয়ার অনুভূতি থাকা। যখন পদের অধিকারীদের মধ্যে তাকওয়া পয়দা হবে, তখন তারা দুনিয়া ও পার্থিব সমুদয় বস্তু থেকে বিমুখ হয়ে কর্তব্য আঞ্জাম দেয়ার মাঝে পরিপূর্ণ সময় ব্যয় করতে ব্যস্ত থাকবে। সরকারি চাকুরিজীবী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের জন্যে যত কঠিন থেকে কঠিনতর আইন করা হোক না কেন, তাকওয়া অর্জন না করা পর্যন্ত তাদের মধ্যে সুচারুরূপে দায়িত্বপালন করার মানসিকতা তৈরি হবে না। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَ اتَّقُوْنِ يَا أُولِيْ الْأَلْبَاب .

> সবচেয়ে উত্তম পাথেয় হলো, তাকওয়া। আর হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর (Al-Qurān, 2: 197)।

উমর বিন আবদুল আযীয রহ. অধিকাংশ সময় কাঁদতেন। তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, যখন আমি নিজের বিষয়ে চিন্তা করি- এই উম্মতের ছোট-বড়, সাদা-কালো সকলের বিষয়ে আমি দায়িত্বশীল। দরিদ্র, অসহায়, বন্দী ও হারিয়ে যাওয়া মুসাফিরসহ রাষ্ট্রের অন্য সকলের দায়িত্ব আমার কাঁধে। এটা তো নিশ্চিত যে, আল্লাহ তাদের সকলের বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন। যদি আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- কে উত্তর না দিতে পারি...? এ চিন্তা আমার মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে; ফলে আমি কান্না শুরু করি (Al-Irāqī 2008, 127)।

ঘুষ ও উপঢৌকন থেকে বেঁচে থাকা

পরিভাষায় ঘুষ বলা হয়:

الرِّشْوَةُ اصْطِلَاحًا هِيَ كُلُّ مَا يَدْفَعُهُ الْمَرْأُ يَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ.

> প্রত্যেক এমন বস্তু যা একজন অপরজনকে প্রদান করে, একে সে তার জন্যে হালাল নয় এমন কোনো কিছু অর্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে (Amin ND, 8)।

ইসলামী শরীয়াতে ঘুষ গ্রহণ সম্পূর্ণ হারাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِيْ وَ الْمُرْتَشِيْ .

> আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক ঘুষ প্রদানকারী ও গ্রহণকারীর উপর (Ibn Mājah 1999, 249, 2313)।

পক্ষান্তরে হাদিয়া বা উপঢৌকন বলা হয়:

وَالْهَدِيَّةُ هِيَ الْمَالُ الَّذِيْ يُعْطَى أَوْ يُرْسَلُ إِلَيْهِ إِكْرَامًا .

> উপঢৌকন হলো ঐ সম্পদ, যা সম্মান করার ভিত্তিতে অন্যকে দেয়া হয় বা অন্যের কাছে পাঠানো হয় (Majallah, Article 834)।

শরীয়াতে উপঢৌকন দেয়া নেয়া বৈধ। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

تَهَادَوْا فَإِنَّ الهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ، وَلاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِنِ شَاةٍ.

> তোমরা পরস্পরে একে অপরকে হাদিয়া দাও, কেননা তা অন্তরের বিদ্বেষকে দূর করে। কোনো প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীর দেয়া হাদিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান না করে, যদিও তা (হাদিয়া) বকরির খুরের অংশ হোক না কেন (Tirmidhī 1417 H, 81, 2130)।

অতএব সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সমাজের সকলের হাদিয়া গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে অনেকে হাদিয়া প্রদানের মাধ্যমে স্বার্থ সিদ্ধি করতে চায়। ফলে হাদিয়া বা উপঢৌকন গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদেরকে সতর্ক থাকতে হয়। বর্তমান সময়ে পদস্থ কর্মকর্তা ও অফিসারদেরকে তাদের পদের কারণে উপঢৌকনের নামে যে ঘুষ দেয়া হয় সে বিষয়ে নিম্নের হাদীছটি লক্ষণীয়। আবু হুমাইদ সায়ীদী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন:

> اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الأُتَبِيَّةِ عَلَى صَدَقَةٍ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى المِنْبَرِ -قَالَ سُفْيَانُ أَيْضًا فَصَعِدَ المِنْبَرَ- فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُ العَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ: هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ...
>
> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু আসাদের ইবনুল উতাবিয়্যা নামের এক ব্যক্তিকে সাদাকা উসূল করার কাজে নিযুক্ত করলেন। সে ফিরে এসে বললো, এই সম্পদ আপনাদের (বায়তুল মালের), আর এই সম্পদ আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে আরোহণ করে আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন, যাকাত উসূলে নিযুক্ত ব্যক্তির কী হলো, আমরা তাকে পাঠাই, এরপর সে এসে বলে, এটা আপনাদের আর এটা আমার! সে নিজ মা-

বাবার ঘরে বসে থাকুক, এরপর দেখুক, তাকে হাদিয়া দেয়া হয় কি না। ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, যে ব্যক্তি এমন কোনো সম্পদ নেবে, সে তা কেয়ামতের দিন বহন করে আনবে। যদি উট হয় তবে তা চিৎকার করবে, অথবা যদি গাভী হয় তবে তা হাম্বা হাম্বা করবে, অথবা যদি বকরি হয় তবে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করবে। (Al-Bukhārī 2002, 1773, 7174)।

স্বজনপ্রীতি

স্বজনপ্রীতি বর্তমান সময়ের দুর্নীতির অন্যতম কারণ। সরকারি পদাধিকারী ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের রক্ষক নিজের আত্মীয়স্বজনকে প্রাধান্য দেয়ায় সমাজ ও রাষ্ট্রে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। ইসলাম বিচারসহ সর্বক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি থেকে দূরে থেকে ন্যায়কে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধেও হয়” (Al-Qurān, 4: 135)

এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, হক ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে স্বজনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া আবশ্যক।

অধীনস্থদের প্রতি স্নেহের আচরণ

ইসলামী রাষ্ট্রে কর্মরত সকল অফিসার কর্মকর্তা এবং ছোট বড় দায়িত্বশীলদের যোগ্য হওয়ার সাথে সাথে তাদের মধ্যে আপোসে হৃদ্যতা ও স্নেহের আচরণ থাকা জরুরি। উচ্চপদস্থদের কর্তব্য হলো, অধীনস্থ কর্মকর্তাদের সাথে সদাচরণ করা। যদি অফিসারগণ অধীনস্থদের সাথে সদাচরণ করে তাহলে অধীনস্থরাও নিজ নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব ভালোভাবে আঞ্জাম দেবে। সুন্নাহর আলোকে উচ্চপদস্থ অফিসার ও রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের সীমাতিরিক্ত আড়ম্বরতা ও জাঁকজমক প্রদর্শনের কোনো সুযোগ নেই। একারণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

اللهمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِيْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِيْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ.

হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোনো দায়িত্ব লাভ করে এরপর তাদের সাথে কঠোরতা করে, আপনি তার প্রতিও কঠোরতা করুন, আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোনো দায়িত্ব লাভের পর তাদের প্রতি সদয় হয় আপনিও তার প্রতি সদয় হোন (Muslim 2006, 886, 1828)।

সরকারি পদ ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মৌলিক নীতি

ইসলাম সরকারি পদ ও সম্পদের যথাযথ ও দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। নিম্নে উক্ত নীতিমালার গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক উল্লেখ করা হলো।

রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও সম্পদের দায়িত্বশীলদের জন্য আবশ্যক হলো- সর্বাবস্থায় তারা রাষ্ট্রের উপকার ও স্বার্থের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। সর্বক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি ও ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে দায়িত্ব পালন করবেন, এমনকি যে বিষয়গুলো আংশিক বা পরিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রের উপকার সাধন করে সেসব ক্ষেত্রেও। এ প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

خَيْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ يَدِ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ

শ্রেষ্ঠতম উপার্জন হলো শ্রমিকের নিজ হাতের উপার্জন, যখন সে কল্যাণকামী হয় (Amīn ND, 8412)।

এ হাদীস অনুসারে, নিজ হাতে উপার্জনকারীর উপার্জনকে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করা হয়েছে কল্যাণকামী হওয়ার শর্তে। সরকারি কর্মকর্তার জন্য রাষ্ট্রের প্রতি কল্যাণকামী হওয়ার অর্থ হলো, সে সর্ববিষয়ে রাষ্ট্রের উপকারের দিককে প্রাধান্য দেবে।

পদ সংক্রান্ত চুক্তিনামার অনুসরণ

প্রত্যেক দায়িত্ব বা পদে কর্মরত ব্যক্তির সাথে প্রথমে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ও কর্মকর্তার মাঝে একটি চুক্তি সম্পন্ন হয়। এটিকে কর্মের চুক্তিপত্র বলা হয়ে থাকে। যে শর্তগুলোর ভিত্তিতে এই দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন হয় সে শর্তগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আদায় করা সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কর্তব্য। এই চুক্তিপত্র রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তার মাঝে একপ্রকার প্রতিশ্রুতি। আর প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কুরআন শরীফে এসেছে-

وَ أَوْفُوْا بِالْعَهْدِ . إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا.

আর তোমরা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো। নিঃসন্দেহে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে (Al-Qurān, 17:34)।

আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন খলীফা নিযুক্ত হলেন, তখন তিনি নিজ দায়িত্বের প্রতিশ্রুতিনামা জনসম্মুখে এ ভাষায় প্রকাশ করেছেন এবং এর মাধ্যমেই তিনি নিজ দায়িত্বের সীমানা নির্ধারণ করে নিয়েছেন, তিনি বলেন:

فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني, الصدق أمانة والكذب خيانة, والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح عليه حقه إن شاء الله تعالى, والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله تعالى

যদি আমি সঠিক কাজ করি তাহলে তোমরা আমাকে সহযোগিতা করবে, আর ভুল কাজ করলে তোমরা আমাকে সংশোধন করবে। সত্য বলা আমানত ও মিথ্যা বলা

প্রতারণা। তোমাদের দৃষ্টিতে দুর্বল ব্যক্তি আমার কাছে সবল, যতক্ষণ না আমি তার প্রাপ্য দিতে পারি। তোমাদের মধ্যকার শক্তিশালী ব্যক্তি আমার দরবারে অতি দুর্বল, যতক্ষণ না আমি তার কাছ থেকে মজলুমের হক আদায় করতে পারি (Ṭabarī ND 1/ 240)।

নিজস্ব মালিকানাধীন সম্পদ ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের মাঝে পার্থক্য করা

একজন সরকারি কর্মকর্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তিনি সরকারি সম্পদকে আমানত গণ্য করবেন এবং ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের মধ্যে পার্থক্য করবেন। এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে খেয়াল করা উচিত যে, দায়িত্ব বা পদচ্যুত হওয়ার সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও উপকরণও তার কর্তৃত্বশূন্য হয়ে যাবে। এ জন্যে এই সম্পদকে সে সংরক্ষণকারী ও বণ্টনকারী হিসেবে নিজের কাছে রাখবে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও উপকরণে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা বা ব্যবহার করা কখনো বৈধ হবে না।

ইসলামী রাষ্ট্র ও অন্যান্য শাসনব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য এটাই যে, ইসলামী রাষ্ট্রে পদস্থ ব্যক্তিবর্গ বিশ্বস্ত, সংরক্ষণকারী ও বণ্টনকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, পক্ষান্তরে সাধারণত অন্যান্য রাষ্ট্রব্যবস্থায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সরকারি উপকরণ ও সম্পদকে ব্যক্তিগত বস্তুর ন্যায় নিজ স্বার্থে ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুব একটা কুণ্ঠাবোধ করেন না।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও উপকরণের ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিজ কর্মপদ্ধতি এভাবে বর্ণনা করেছেন:

مَا أُوْتِيْكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَ مَا أَمْنَعكُمُوْهُ، إِنْ أَنَا إِلَّا خَازِنٌ ، أَضَعُ حَيْثُ مَا أُمِرْتُ.

আমি না তোমাদেরকে কোনো কিছু দেয়ার ক্ষমতা রাখি, আর না তোমাদেরকে কোনো কিছু থেকে বঞ্চিত করতে পারি। আমি তো স্রেফ খাযানার দায়িত্বশীল। যেখানে সম্পদ খরচের হুকুম হয় আমি সেখানে সম্পদ খরচ করি (Abū dāūd 1420 H, 334, 2949)।

মাসোহারা ও কাজের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান

ইসলামী শিক্ষার আলোকে কারো পক্ষে একজন সৎ ও আদর্শ সরকারি কর্মকর্তা বা দায়িত্বশীল হওয়া তখনই সম্ভব, যখন সে নিজ কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করার মাধ্যমে নিজ মাসহারা ও পারিশ্রমিককে হালাল মনে করবেন। অনেক সময় এমন দেখা যায় যে, সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীগণ নানা বাহানায় কর্তব্য পালনে অবহেলা করে বা কাজটি অস্পূর্ণ করে ফেলে রাখে। এদেরকে যে বেতন বা বিনিময় দেয়া হয় তা গ্রহণে এরা অপরাধী। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমদান ও পারিশ্রমিককে হালাল মনে করে গ্রহণ করার বিষয়ে অনেক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেককে শ্রমদান ও পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করার শিক্ষা দিতেন। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কর্মক্ষম লোকদের কাজকর্ম না করে অলস বসে থাকা বা অন্যায়ভাবে রিযিকের অন্বেষণ করতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন:

لا يقعد أحدكم من طلب الرزق و يقول اللهم ارزقني، و قد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا و لا فضة، وأن الله يرزق الناس بعضهم من بعض.

তোমাদের কেউ যেন রিযিক অন্বেষণ থেকে বসে পড়ে এ দুআ না করে যে, আয় আল্লাহ! আমাকে রিযিক দান করুন। তোমাদের তো জানা আছে, আসমান স্বর্ণ-রূপা বর্ষণ করে না, বরং আল্লাহ মানুষদেরকে পরস্পরের মাধ্যমে রিযিক প্রদান করেন (Al-Gazālī 1939, 2/64)।

মাসহারা এবং কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান প্রসঙ্গে কুরআনে কারীমের নির্দেশনা হচ্ছে:

وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى.

মানুষ তাই পায়, যা সে করে (Al-Qurān, 53:39) ।

উপার্জনকে হালাল মনে করে গ্রহণ করাও সরকারি কর্মকর্তাদের কর্তব্য।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলামী শিক্ষার আলোকে সরকারি পদ ও সম্পদের উদ্দেশ্যই হলো জনগণের সেবা করা। সরকারি পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে হলে তার মধ্যে আবশ্যক কিছু গুণাবলি বিদ্যমান থাকতে হবে। যেমন, জ্ঞান, শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা ইত্যাদি। ইসলাম সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে ঘুষ ও উপঢৌকন গ্রহণ, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও অপকর্ম থেকে নিষেধ করেছে। ইসলাম এ শিক্ষাও দিয়েছে যে, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সবসময় দেশের ও রাষ্ট্রের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করতে হবে এবং সরকারি সম্পদকে নিজ মালিকানাধীন সম্পদের ন্যায় মনে করা ও নিজ প্রয়োজনে ব্যবহারের কোন সুযোগ নেই। অতএব রাষ্ট্রীয় পদ ও জাতীয় সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কর্তব্য হলো, তারা সুন্নাহ থেকে সরকারি চাকুরির নীতিমালা অনুধাবন করবেন এবং সে অনুসারে আমল করবেন, বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ইসলামী আদর্শের আলোকে গড়ে তুলবেন, তবেই রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে অনিয়ম, সুপারিশ, ঘুষ গ্রহণ ও অবৈধ পন্থায় সম্পদের পাহাড় গড়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তার লাগাম টেনে ধরা সম্ভব হবে।

Bibliography

Al-Quranul Karīm

Abu daūd, Sulayman Ibnul Ashʿath As-Sijistanī. 1420 H. *Sunau Abī Dāūd*. Saudī Arabia: Dārul Afkār Ad-Dauliyyah.

Ahmad, Abū ʿAbdillah Aḥmad ibn Ḥambal (241 H). ND. *Al-Musnad*.

Al-ʿAynī, Abū Muḥammad Maḥmūd Ibn Aḥmad. *Al-Bināyah Sharḥul Hidāyah*. Bairūt: Dārul Kutub Al-ʿilmiyyah.

Al-Burhānpūrī, ʿAlī Al-Muttaqī bin Husāmud Dīn. ND. *Kanzul ʿUmmal*. Beirūt: mu' assasatur Risāla.

Al-Bukhārī, Muḥammad Ibn Ismāʿīl. 2002. *Al-Jāmiʿ Aṡ-Ṣaḥīḥ*. Beirūrt: dāru Ibn Kathīr.

Al-Gazālī, Muḥammad ibn Muḥammad. 1939. *ʾIḥyāʾu ʿUlūmaid dīn*. Miṣor: Muṣṭafa Al-babī Al-Ḥalabī.

Al-ʿirāqī, ʿAbdur Rashīd. 2008. *Sīrate ʿUmar ibn ʿAbdul ʿAzīz*. Karāchī: Fazlī book depo.

ʿAli Al-Muttaqī, ʿAlāuddīn. 1981. *Kanzul ʿUmmāl*. muassasatur Risālah.

Fazlur Rahman, Muhammad. 2015. *Today's Arabic-Bengali Dictionary al-Muʿjam al-Wāfī*. Dhaka: Riyad Prakashani.

Amīn, Muḥammad Aḥmad. ND. *Ar-Rishwah Khataruhā ʿAlal Fardi wal Mujtamaʿ*. Beirut: Dāru Ṣādir.

Ibn Kathīr, ʿImaduddīn Ismāʿīl Ibn ʿUmar. ND. *Tafsīrul-Qurānil-ʿAẓīm*. Beirūt: Dārut-Tuḥfah.

Ibn Māja, Abū ʿAbdillah Muḥammad Ibn yazīd (273 H). 1999. *As-Sunan*. Saudī ʿArabia: Dārul Afkār Ad-Dauliyyah.

Ibn Manzūr (711). Jamālud Dīn Muḥammad Ibn Mukrim. ND. *Lisan al-Arab.* Beirūt: Dāru Iḥyāʾit Turath Al-ʿarabī.

Ibn Taimiyah ND. *As-Siyasah Ash-Sharʿiyyah*. Jamiʿatul madīnah Al-ʿIlmiyyah.

Islāḥī, Amīn Aḥsan. 2002. *Islāmī Riyāsat*. Lahore: Dār al-Tadhkīr.

Kāsānī, Abū bakar Ibn Masʿūd (587 H). 1986*. Badāiyuṡ-Ṣanāiʿ Fī Tatībi Ash-Ṣharāiʿ*. Beirut: Dārul Kutub Al-ʿilmiyyah.

Majallatul Aḥkāmil ʿAdliyyah. Annotated by Nsjībullah Hawanidī. ND. Lahūr: tijāratī Qutubkhana.

Manāhiju Jāmiʿtil Madīna Al-ʿilmiyyah. Published by Jāmiʿtil Madīna Al-ʿilmiyyah. ND. As-Siyasatush Sharʿiyyah.

Muḥamad bin Saʿd (230 H). 1957. *Aṭ-Ṭabaqatul Kubra*. Beirut: Dāru Ṣādir.

Muslim, Abul Ḥusain Muslim Ibnul Ḥajjāj Al–Qushairī An-Nishāpūrī. 2006. *Al-Musnadus Sasḥīḥ*. Riyadh: Dāru ṭayba.

Nʿmāī, Shiblī. Sulayman Nadawī, Sayyid. 2002. *Sīratunnabi*. Lāhūr: Idara Islamiyyāt publishars.

Nuqūsh, ND. Rasul Issue, Lāhūr: Idāra Furūgh.

Ṭabarī, Abul ʿabbās. ND. *Ar-Riyadun Nadra Fī manāqibil ʿAsharah*. Dārul Qutub al-ʿIlmiyyah.

Tirmidhī, Abū ʿIsa Muḥammad ibn ʿIsa (279 H) 1417. *As-Sunan*. Riyadh: Maktabatul Maʿārif.

Wikipedia, the free encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Designation retrieved on 10.12.2017